উনিশ শতকের মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্র ও শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বসু

সুজয়া দে (সরকার)

মেদিনীপুর শহরে জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসাবে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬খৃঃ-১৮৯৯খৃঃ) এসেছিলেন ১৮৫১খৃঃ। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে এই অঞ্চলে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠলেও মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর মূল সংস্কার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল শিক্ষাসংস্কারকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্রে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছিল তাঁর প্রচেষ্টায়। শুধুমাত্র মৌখিক বাগাড়ম্বর নয়, লক্ষ্য পুরণের জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ—মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার গন্ডীকে আবদ্ধ না রেখে বহমানতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে। তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগগুলি এখনও পর্যন্ত প্রায় অনালোচিত। কলকাতার তৎকালীন আধুনিক শিক্ষার দুই পীঠস্থান হেয়ারস্কুল ও হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র এই যুবক শিক্ষাবিদ মাত্র ২৫ বছর বয়সে মফস্বল অঞ্চলে চাকরি করতে এসে চাকরিটিকেই একমাত্র মনে করেননি, চেয়েছিলেন এই মফস্বল অঞ্চলের শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তাঁর এই চেতনার পশ্চাতে কাজ করেছিল সম্ভবতঃ তাঁর নিজের পাঠ-গ্রহণ-প্রক্রিয়ার বিড়ম্বনা। তাঁর জন্মস্থান গন্ডগ্রাম বোড়াল থেকে তাঁকে যেতে হয়েছিল কলকাতায় আধুনিকমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। মফস্বল মেদিনীপুর শহরের শিক্ষার্থীদের যাতে উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য দূর-দূরান্তে ছুটে যেতে না হয়, তার জন্য তিনি গঠন করতে চেয়েছিলেন এখানে আধুনিক শিক্ষার বাতাবরণ ও প্রতিষ্ঠান। মেদিনীপুরের শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনারায়ণের তিনধরণের রূপ লক্ষ্য করা যায়- শিক্ষক, প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, আবার এই তিনটি রূপের মধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর শিক্ষাসংস্কারক রূপটি।

রাজনারায়ণ বসু যখন মেদিনীপুরে এসেছিলেন তখনকার মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। ১৮০২ খৃঃ এইচ.স্ট্র্যাচি-র প্রতিবেদনে সাধারণ জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহকে প্রায় অনুপস্থিত

Scanned by CamScanner

বলা হয়।[১] ১৮৫২খৃঃ মেদিনীপুরের কালেক্টর এইচ.ভি.বেলী-র প্রতিবেদনে বলা হয় যে মূলতঃ নতুন সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিবেচিত হওয়ায় জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।[২] এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে রাজনারায়ণ যোগদান করেন ১৮৫১খৃঃ।[৩] মেদিনীপুরে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যে উদ্যোগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল: জেলা স্কুলের সংস্কার সাধন, নারীশিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, গভর্মেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা, শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনাসভা স্থাপন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশে সহায়তা ইত্যাদি।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে রাজনারায়ণের সময়কালে মেদিনীপুর স্কুলের লক্ষনীয় উন্নতি ঘটেছিল। ১৮৩৪খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের চতুর্থতম প্রধানশিক্ষকের পদে যোগদান করেছিলেন তিনি। জেলা স্কুলে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনিই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি ছিল আকর্ষণীয় ও অভিনব। তাঁর শিক্ষকদের প্রভাব ও তাঁর নিজের শিক্ষাগ্রহণপ্রণালী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই ধরণের পন্থা অনুসরণ করতে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাপ্রদ গল্পের অবতারণার বা কোন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য ঐ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর উত্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন- এ সমস্তই তিনি শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে অনুসরণ করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা থাকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মতো, যা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের'বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি' বৃদ্ধির জন্য তিনি ছাত্রদের নিয়ে বিতর্কসভা গড়ে তুলেছিলেন।[৪] যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর জ্যেষ্ঠতাত অন্নদাচরণ বসুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন রাজনারায়ণের পাঠদানের গভীরতা ছাত্রমানসে কত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৫] পাঠ্যপুস্তক ছাড়া প্রতিটি ছাত্রকে অন্য কোন নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠের নির্দেশও দেওয়া হত, যার ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষাগ্রহণ করে নম্বর প্রদান করা হত।

নিয়মিত বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরশিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনের জন্যও রাজনারায়ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যা সেই যুগের পক্ষে ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তিনি তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে তাঁর সমসাময়িক কালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ব্যায়াম শিক্ষার অভাব' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যে জেলাস্কুলের শিক্ষার্থীদের কথা বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে মেদিনীপুর জেলা স্কুল।[৬] এই

Scanned by CamScanner

সমস্যা নিরসনের জন্য তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক, এক নতুন মাত্রার পরিচয়বাহী। তৎকালীন মেদিনীপুরের সেচবিভাগের কর্তা ক্যাপ্টেন বীডল সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারী উদ্যোগ ছাড়াই কেবলমাত্র অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দানে শিক্ষার্থীদের জন্য 'ক্রীড়াঙ্গন' (র‍্যাকেট কোর্ট) নির্মাণ এবং তাদের শ্রেণীকক্ষে বসার জন্য স্বাস্থ্যোপযোগী বেঞ্চ-টুলের ব্যবস্থার প্রচলন করেন তিনি। উচ্চতর কতৃপক্ষের কাছে অর্থভিক্ষার যুগে এ ছিল আত্ম-নির্ভরতার প্রতীক।[৭] ১৮৫২ খৃঃ থেকে আরম্ভ করে সমকালীন শিক্ষাবিষয়ক সরকারি রিপোর্টগুলিতে রাজনারায়ণ ও তাঁর স্কুলের সম্পর্কে সদর্থক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫২খৃঃ সরকারি রিপোর্টে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মান সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে পরিদর্শকরা যে সন্তুষ্ট ছিলেন তা বোঝা যায়।[৮] ১৮৫৭-৫৮খৃঃ শিক্ষা বিষয়ক সরকারি রিপোর্টে প্রধানশিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়ের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন এবং এমনকি এই কারণে তিনি জেলাবাসীদের চোখে বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের চোখে রাজনারায়ণ বসু উচ্চমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বাস্তবরূপ প্রদানকারী।[৯]

১৮৫৭খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সময় মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে ১৮৫৯খৃঃ ৪জন শিক্ষার্থী এন্ট্রাস পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন, এঁরা হলেন অঘোরনাথ দত্ত, মধুসূদন রায়, নন্দলাল ঘোষ এবং অযোধ্যালাল পাল।[১০] ১৮৫৮-৫৯খৃঃ রিপোর্টে পরিদর্শক এইচ. উড্রো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শ্রেণীতে বিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব ঘোষণা করেন শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে।[১১] শিক্ষাসম্পর্কিত পারস্পরিক আলোচনায় শিক্ষক এবং উচুঁ শ্রেণীর ছাত্রদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে রিপোর্টে প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বয়ে বিদ্যালয়ে একটি দরিদ্র ভান্ডার খোলা হয়, যা ছিল তৎকালীন সময়ের স্বেচ্ছামূলক সেবার নিদর্শন।

রাজনারায়ণ যখন স্কুলে যোগদান করেন তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০, যখন ১৮৬৯খৃঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন তা হয়েছিল ৩০০।[১২]

তিনি যে তাঁর ছাত্রদের প্রতি কি ধরণের স্নেহশীল ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখায়। মেদিনীপুর থেকে চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পরে দেওঘরে অবস্থানকালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের জনৈক ছাত্র (যাঁকে তিনি 'শ্রীযুক্ত ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন) রাজনারায়ণের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যিনি সেইসময় দেওঘরের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সাক্ষাতে রাজনারায়ণের প্রতিক্রিয়া তাঁর

Scanned by CamScanner

প্রাত্যহিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে. "পুরাতন ছাত্রদিগকে দেখিলে কি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়, অধিক বয়স্ক হইলেও বোধহয় যেন তিনি সেই অল্পবয়স্ক আছেন"।[১৩] প্রিয় ছাত্র ঈশানচন্দ্র বসুর সাহিত্যকর্মের পশ্চাতে প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল রাজনারায়ণ বসুর কাছে তাঁর পাঠগ্রহণের অভিজ্ঞতা।[১৪] এমনকি রাজনারায়ণের 'সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা' বিষয়ক বক্তৃতার লিখিতরূপ রেখেছিলেন তিনি, যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে গ্রন্থরূপে এর প্রকাশ ঘটে।[১৫]

রাজনারায়ণ ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তাঁর এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মেদিনীপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে। শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে ঘুরে ঘুরে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬১খৃঃ ১৯শে জুলাই শহরের মীরবাজারের হনুমানজীর চক্কের কাছে একটি ছোট বাড়ীতে রাজনারায়ণের একক উদ্যোগে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'অলিগঞ্জ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'-এর। সম্ভবত তৎকালীন হিন্দু স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয়ের নামকরণে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। মেদিনীপুর শহরে এটি প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, জেলার প্রথম দিকের বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম।প্রারম্ভিক পর্বে এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৎকালীন সময়ের শহরের অভিজাত পরিবারের কন্যারা ছাত্রীরূপে এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল। রাজনারায়ণ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। মেদিনীপুর পৌরসভার রেকর্ড থেকে জানা যায় যে সেই সময় বিদ্যালয়টি বঙ্গীয় সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হত।[১৬] তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পন্ডিতমশায় ও গুরুমা নামে পরিচিত ছিলেন। যেহেতু রাজনারায়ণ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাই দীর্ঘদিন পরেও মেদিনীপুরের জনমানসে এই বিদ্যালয়ের গুরুত্ব ছিল স্বতন্ত্র। এক ছাত্রীর স্মৃতিকথায় জানা যায় যে তাঁর পিতামহ তাঁকে মিশনারি পরিচালিত স্কুল থেকে নিয়ে এসে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় নির্মিত হয়েছিল।[১৭]

শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে রাজনারায়ণের অন্যতম প্রচেষ্টা শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন। সম্ভবতঃ ১৮৫২-৫৩খৃঃ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে ১৮৬০খৃঃ ২২শে জুন সোমপ্রকাশ পত্রিকায় মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা হয়েছে- 'শ্রমজীবীদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি রাত্রিকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু এটির সম্পাদকীয় কাজের ভার গ্রহণ করেছেন'।[১৮]

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের অনুষঙ্গ হিসেবে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে স্থাপন করেছিলেন এই

Scanned by CamScanner

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।[১৯] এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ব্যাপারে রাজনারায়ণের ওপর দেবেন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ব্যক্ত হয়েছে ১৭৮২ শকের ২৫শে মাঘ কলকাতা থেকে লেখা এক পত্রে—"ব্রহ্ম বিদ্যালয় তোমার দ্বারা যেমন উন্নত হইবে, এমত আমি কেশববাবুর দ্বারাও আশা করিতে পারি না।" ১৮৫২-৫৩খৃঃ তিনি মেদিনীপুরে ধর্মালোচনা সভা, বিতর্ক সভা, সাহিত্য উৎসাহিনী সভা স্থাপন করেন।[২০] ব্রাহ্মধর্ম ভিত্তিক তাঁর লেখা দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৬খৃঃ) এবং 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৫৩-১৮৬৬খৃঃ) -মেদিনীপুরে অবস্থানকালেই রচিত।

রাজনারায়ণ দীর্ঘদিন মেদিনীপুর গর্ভমেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সদস্য ছিলেন এবং এই বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়টির উন্নয়নের স্বার্থে যে বিবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, তাতে সমিতির সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন- ১৮৫৯খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করার, যা ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হত না। ১৮৬১খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী রাজনারায়ণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের শিক্ষক মনোনীত হয়েছেন। এই সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত মিশনারি পরিচালিত ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রমশ যোগদানে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির উৎকণ্ঠার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, কারণ তা ছিল বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।[২১] বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যাগত ছাত্রদের কোনরকম 'দন্ড' ছাড়াই বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার কথাও সমিতির অনুমোদন লাভ করে।[২২] এমনকি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছাত্রদের নামকর্তনের পরিবর্তে ভয়প্রদর্শনই বিধেয় বলে বিবেচিত হয় উপরোক্ত কারণে।[২৩] শুধুমাত্র পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবেই নয়, সময়বিশেষে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। ১লা আগষ্ট,১৮৫৯খৃঃ কার্যবিবরণীতে জানা যায়; "বর্তমান মাসে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ জন্য শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক নির্দিষ্ট হইলেন।"

মেদিনীপুর জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার নির্মাণে দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—রাজনারায়ণ বসু এবং তৎকালীন জেলা কালেক্টর হেনরি ভিনসেন্ট বেলী। সম্ভাব্য সূত্র থেকে জানা যায় যে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮৫১খৃঃ। প্রাচীন গ্রাম্য শহরে গ্রন্থাগার স্থাপন শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমপর্বে গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন রাজনারায়ণ। এই সময়ে তিনি মেদিনীপুর লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভিত্তিক লিখিত বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন।[২৪] এই গ্রন্থাগারের জন্য

Scanned by CamScanner

নানাবিধ গ্রন্থ ক্রয় বা সংগ্রহ করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পুস্তক প্রকাশিত হলে বেলী সাহেব যখন তা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন তিনি। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র থেকে এবিষয়ে জানা যায়। রাজনারায়ণের দৌহিত্রী বাসন্তী চক্রবর্তীর সংগ্রহ থেকে দুটি পত্রাংশ এবিষয়ে আলোকপাত করে- ''বেলী সাহেবের নিকট হইতে 'মানব প্রকৃতির' প্রথম ভাগের মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাগ ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি কি তাহার কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। তথাকার যে যে মহাশয় প্রথম ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ গ্রহণ করিবেন না?-ইতি শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত (২৮ চৈত্র,১৮৫১)।'''' মেদিনীপুরস্থ কার্ত্তিকবাবুর নিকট পাঁচখান এবং বেলী সাহেবের নিকট একখান 'বাহ্য বস্তু' প্রেরণ করিয়াছি। এতদিনে পৌছিয়া থাকিবেক।- ইতি শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত। (৩আষাঢ়,১৮৫২)

মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মেদিনী' (আশ্বিন ১২৮৬) পত্রিকার সঙ্গে রাজনারায়ণ যুক্ত ছিলেন। এর সম্পাদক ছিলেন তাঁর শিষ্য, ব্রাহ্ম অখিলচন্দ্র দত্ত। রাজনারায়ণের সাথে এই পত্রিকাটির যোগাযোগ সম্পর্কে জানা যায় 'সাধারণী' পত্রিকা থেকে, যেখানে এই স্থানীয় পত্রিকাটির প্রকাশের জন্য তাঁর বহুধরণের আন্তরিক উদ্যোগ ও অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] 'মেদিনী' পত্রিকাটির প্রকাশ অতি শীঘ্রই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে রাজনারায়ণ এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন, ''আমার একজন পরমপ্রিয় অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি মূমূর্ষূ অবস্থায় উপনীত হইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয়, 'মেদিনী'-র ঐরূপ অবস্থাতে আমার সেইরূপ ক্লেশ হইতেছে।'' তিনি শুধু নিজে অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি, যাতে 'মেদিনী' ঋণজাল থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় প্রকাশিত হতে পারে, তার জন্যও তিনি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।[২৭]

উনিশ শতকের মেদিনীপুরে শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে রাজনারায়ণ যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি মেদিনীপুরের বেশ কিছু ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৮] এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেলা স্কুলের হেডপন্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী। দেশীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণে উৎসাহী ইওরোপীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন বীডল, ডব্লিউ লুক , জি. এফ. ককবার্ণ।

মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডপন্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী বিভিন্ন ভাবে রাজনারায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন একটি গ্রন্থ 'সেই একদিন আর এই এক

Scanned by CamScanner

দিন, যেখানে তাঁর আদর্শ ছিল রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল'। ১৮৭৬খৃঃ কলকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করেছিলেন।[২৯] আবার মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভায় (যেটি রাজনারায়ণের মতে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম) গাওয়ার জন্য ভোলানাথ চক্রবর্তী সুরাপান-বিরোধী কিছু গানও রচনা করেছিলেন।[৩০]

রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে শিক্ষাপ্রসার সহ উন্নয়নমূলক কাজে এতটাই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চাকরি গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৮৬১খৃঃ সরকারের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণকে 'অ্যাসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স' পদগ্রহণ করার আহ্বান আসে। হেয়ার স্কুলে ও হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য রাজনারায়ণকে আহ্বান জানানো হয়। ইতিপূর্বে ১৮৫৬খৃঃ বর্ধমানের কমিশনার ও রেভিনিউ হ্যান্ডবুকের প্রণেতা জে.এইচ.ইয়ং যখন মেদিনীপুরে পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন তিনি জেলা স্কুল দেখে ও রাজনারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি রাজনারায়ণকে ডেপুটি কালেকটরের পদগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। রাজনারায়ণ এ সমস্ত কিছুই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মেদিনীপুরের উন্নয়নের জন্যই।[৩১]

রাজনারায়ণের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টাগুলি মেদিনীপুরবাসীদের ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে রাজনারায়ণের আকস্মিক মেদিনীপুর ত্যাগের পর (শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে)১৬৫জন মেদিনীপুরবাসীর স্বাক্ষরসম্বলিত অভিন্দনপত্র তাঁকে প্রেরণের মধ্যে। এরমধ্যে গভর্ণমেন্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, বালিকা বিদ্যালয় বা শ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠিত প্রচেষ্টা সবই আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই অভিনন্দনপত্রকে রাজনারায়ণ 'হীরক ও স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান' বলে অভিহিত করেছেন।[৩২]

মেদিনীপুরবাসীরা রাজনারায়ণের জন্য বসতবাটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যার উল্লেখ রাজনারায়ণ করেছেন গর্বিত ভাবে, ''বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধানশিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা আমি জানি না''।(৩৩) মেদিনীপুরের বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্তায় যে তিনি প্রীত হবেন, তাও তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন,'আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম 'বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু' বলিয়া পরিচিত নহি, 'মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু' বলিয়া পরিচিত।''[৩৪]

Scanned by CamScanner

মেদিনীপুরবাসী শিক্ষাধারা পরিবর্তনের এক যুগসন্ধিক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়েছিল রাজনারায়ণের দীর্ঘ সাহচর্য। আধুনিক শিক্ষাচিন্তার বিস্তারে, শিক্ষাভাবনার বলিষ্ঠ রূপদানে, সর্বোপরি শিক্ষাপ্রসারকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি মেদিনীপুরে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই নব্য যুবকের সংস্কার-উন্মাদনা সচেতনভাবেই চেয়েছিল এই মফস্বল অঞ্চলটির ভাবধারা ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধন। শিক্ষাসংস্কারক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সক্রিয় অংশের সিংহভাগ কেটেছিল এই জেলায়। রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ অবদান এক অর্থে মেদিনীপুরের রূপান্তর ঘটিয়েছিল—নতুন ভাবনায় পরিশীলিত এই অঞ্চল ক্রমশঃ শহর কলকাতার শিক্ষাচেতনার সাথে সহাবস্থানে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল।

Scanned by CamScanner